মুহূর্তে বাঁচলেন বারাসাতের পর্যটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মুহূর্তের ব্যবধান। কাশ্মীরের মৃত্যু উপত্যকা থেকে বাঁচলেন বারাসাতের দম্পতি। তবে এখনও সুরক্ষিত ভাবে আটকে আছেন দম্পতি। সামান্য সময়ের বিলম্ব হলেই বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। বিষয়টি ভাবলেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে বারাসতের নবপল্লীর বাসিন্দা নবনীতা ভট্টাচার্য বাগচি, তাঁর সঙ্গে থাকা স্বামী ও অন্য দু'জনের। এলাকা ছাড়তেই জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়েছে বহু মানুষ। প্রাণ হারালেন অজস্র পর্যটক।

ভয়ংকর হয়ে ওঠা ভূস্বর্গের উদ্দেশ্যে বারাসত থেকে কয়েকদিন আগেই রওনা দেন নবনীতা দেবী, তাঁর স্বামী শান্তনু এবং নবনীতা দেবীর ছোটবেলার বান্ধবী অর্পিতা ভট্টাচার্য ও তাঁর স্বামী সত্যব্রত। সেদিনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বারবার বলছেন, ভাগ্যের জোরেই তারা বেঁচে ফিরেছেন। চার জনই এখন সুরক্ষিত। যদিও তারা কাশ্মীরে আটকে আছেন। তবুও তাঁর বাড়িতে থাকা আত্মীয় পরিজনের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই মিশ্র। তাঁরা একাধারে উদ্বেগের পাশাপাশি কিছুটা হলেও স্বস্তি অনুভব করছেন। নবনীতা ভট্টাচার্য বাগচির পুত্র অনুভবের বক্তব্য, ভাগ্যের জোরে তার বাবা-মা বেঁচে ফিরছেন। নবনীতা দেবী দূরাভাষে জানিয়েছেন সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা। এখনও পর্যন্ত কোনও সরকার থেকেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি এও জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির পোস্টার বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হিঙ্গলগঞ্জের পর বাদুড়িয়া। আবার বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তছরূপের বিরুদ্ধে ছবি দিয়ে পোস্টার বিজেপি বাঁচাও কমিটির। বিজেপির নবনির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির পোস্টার। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপি সভাপতির। বিজেপির পালটা অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে, ফের বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে পোস্টার পড়ল, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার বর্তমান কনভেনর বিকাশ শিং, কো কনভেনার অর্জুন দে ও বিশ্বজিৎ পালের বিরুদ্ধে। বাদুড়িয়া বিধানসভা এলাকায় বাজার চাতরা, বাজিতপুর সহ একাধিক জায়গায় ছবি দিয়ে পোস্টার পড়েছে। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগ, বর্তমান বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিধানসভায় ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আর্থিক তচ্ছরূপ অভিযোগ রয়েছে সেই পোস্টারে। লেখা রয়েছে, সন্দেশখালির টাকা তোলার দায়িত্বে বিকাশ শিং, বাদুড়িয়ার জন্য অর্জুন দে, বিশ্বজিৎ পাল। টাকি পুরসভায় সুজিত বিশ্বাস। এদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। টাকা তোলার জন্য এই দুর্নীতি নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাট মহকুমা জুড়ে।

ইতিমধ্যে বেশকিছু জায়গায় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। গত ৪৮ ঘন্টা আগে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার কনভেনার অভিজিৎ দাসের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির পোস্টার পড়েছিল বিভিন্ন এলাকায়। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সমিক রায় অধিকারী বলেন, উজ্জ্বলা গ্যাসের নাম করে টাকা তোলা আবার কখনও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামের অর্থ তোলা হয়েছিল। এরকম অনেক অভিযোগ উঠেছে বসিরহাট জুড়ে। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঠেকাতে হয়তো তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন এগুলো তৃণমূল চক্রান্ত করে পোস্টার ফেলছে আমাদের মধ্যে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আশিয়ানা হাউজিং লি.

CIN: L70109WB1986PLC040864

রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিশ

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য, যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	রণধীর কুমার যুগ্ম জগন্নাথ প্রসাদ সহ	২০৫৫৩	৩৯৩৯	৭৪৩২৬৯১-৭৪৩৭০৬৫	৪৩৭৫

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২৩ এপ্রিল ২০২৫

বিডিওর চেম্বারে দাদাগিরির অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায় মঙ্গলবার দুপুরে। সরকারি অফিসে ঢুকে বিডিওকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ, মারধরের হুমকি, এমনকি 'চামড়া তুলে নেওয়া'র মতো ভয়ঙ্কর ভাষায় হুমকির অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে আউশগ্রাম থানার পুলিশ।

ধৃতদের মধ্যে অন্যতম, আউশগ্রামের তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন ব্লক কার্যকরী সভাপতি অরূপ মির্ধা। তার সঙ্গে ধরা হয়েছে আবদুর শুকুর শেখ ও আশারুল হক মণ্ডল ওরফে হীরাকে। জানা গিয়েছে, অরূপের বাড়ি ভাল্কি গ্রামে, শুকুর ভুয়েরা এবং হীরা পুবার গ্রামে থাকেন। বুধবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে তোলা হয়।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে আউশগ্রাম-২ ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস তাঁর চেম্বারে বসে এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন ভাল্কি অঞ্চলের উপপ্রধান শেখ সাদিরুল ও কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সঙ্গে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ করেই চেম্বারে ঢুকে পড়ে অরূপ মির্ধা, শুকুর ও হীরা তাঁদের দলবল নিয়ে। অভিযোগ, অরূপ মির্ধা এবং তার অনুগামীরা বিডিওকে কটাক্ষ করে, ভয় দেখায় এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে। এমনকি চেম্বারেই উপপ্রধান সাদিরুলকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। চড়া ভাষায় বিডিওকে হুমকি দিয়ে অরূপ বলে, 'মেরে চামড়া খুলে নেব।' এরপর বিডিও-কে খুনের হুমকি দেওয়া হয়।

ঘটনার পরেই বিডিও চিন্ময় দাস লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আউশগ্রাম থানায়। পুলিশ ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের দল কোনও অবস্থাতেই গালিগালাজ বা হুমকিকে প্রশ্রয় দেয় না। অরূপ মির্ধা বারবার সীমা অতিক্রম করেছে, তাই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আমি রাজ্য নেতৃত্বকে সব জানিয়েছি।'

অরূপ মির্ধার বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ভোটের সময় পুলিসকে হুমকি, ব্লক সভাপতিকে হেনস্থা এবং সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গেও অভব্যতা। সব মিলিয়ে তার 'দাদাগিরি' আউশগ্রামে নতুন কিছু নয়। এই ঘটনার জেরে প্রশ্ন উঠছে শাসকদলের নৈতিক অবস্থান নিয়ে। বিশেষ করে যখন ধৃত অরূপ মির্ধা নিজেই আদালতে যাওয়ার সময় বলে ওঠেন, 'আমার ওপর অনুব্রত মণ্ডল আর বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার আছেন।'

বিরোধীদের দাবি, একজন জনপ্রতিনিধি কীভাবে এই ধরনের দুষ্কৃতমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত নেতাকে প্রশ্রয় দেন। আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও, তিনি ফোন ধরেননি। এই ঘটনায় নিন্দায় মুখর সাধারণ মানুষও। প্রশাসনের অফিসে ঢুকে এক সরকারি অফিসারকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, তা রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর ওপরই বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কয়লার গাড়ির ধাক্কায় মৃত চালক, দেহ আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাতটা নাগাদ লাউদোহার নাকড়াকোন্দা এলাকায় পাণ্ডবেশ্বর লাউদোহা রাস্তার ওপর কয়লার গাড়ির ধাক্কায় মৃত নরেশ রুইদাস নামে বছর ৩৫ এর এলাকারই এক ছোট গাড়ির চালক। ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা। মৃতদেহ রাস্তায় রেখে চলে স্থানীয়দের বিক্ষোভ। এলাকায় বারবার বেপরোয়া ভাবে কয়লার গাড়ি যাতায়াতের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে তবুও উদাসীন প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দা প্রণব রুইদাস জানান, যেভাবে এই এলাকার রাস্তার উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত বেপরোয়া ভাবে কয়লার গাড়ি যাতায়াত করে তাতে এই রাস্তা সবসময় দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে উঠছে। তিনি জানান, এলাকারই বাসিন্দা একটা ছোট গাড়ি চালক। সেদিন তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা পার করছিল। হঠাৎ একটা বেপরোয়া কয়লা বোঝায় গাড়ি তাকে সোজাসুজি ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর খবর ছড়াতে এই এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ ফেটে পড়েন। ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতদেহ রাস্তায় রেখে চলে বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে পুলিশকে মৃতদেহ তুলতে বাধা দেয় স্থানীয় বিক্ষোভ গাড়ি জনতা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত রাস্তার ওপর থেকে মৃতদেহ তুলতে দেয়নি স্থানীয় জনতা বলে সূত্রের খবর।

নেক্সোমি ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
CIN : L74300WB1983PLC036342
টেলি নং : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/ ৭৪০২ **ইমেল :** smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের জন্য **(কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) অনুসারে)**

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এবং ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬ ("দি রুলস") এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানিকে সেই শেয়ারগুলি, যার লভ্যাংশ টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয় বা দাবিহীন ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে হবে। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছে ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের চূড়ান্ত লভ্যাংশ এবং কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত এবং প্রদত্ত সমস্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করেননি, যা উক্ত নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়ী।

যেসব শেয়ারহোল্ডার টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ গ্রহণ করেননি এবং যাদের শেয়ার এবং লভ্যাংশের পরিমাণ আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য দায়ী, তাদের একটি তালিকা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com-এ প্রদর্শিত হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে উক্ত ঠিকানায় উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে শেয়ার এবং দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ দাবি করতে। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক বৈধ দাবি না পাওয়া গেলে, কোম্পানি নিম্নে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী নোটিশ ছাড়াই উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে :

১. ভৌত আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে - সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পক্ষ থেকে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করে এবং তারপর আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে।
২. ডিম্যাট আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে - ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সহায়তায় শেয়ারগুলি সরাসরি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উক্ত বিধি অনুসারে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না। যে কোনও ব্যক্তির শেয়ার/অপ্রদেয় লভ্যাংশ তহবিলের ধারা ১২৪ এবং ১২৫ এর বিধান অনুসারে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেয়ার/লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন, তিনি www.iepf.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ফর্ম আইইপিএফ -৫-এ একটি অনলাইন আবেদন জমা দিয়ে কোম্পানিতে একটি অনুলিপি জমা দিতে পারেন।

এই বিষয়ে যেকোনো তথ্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা smifcap@gmail.com/cs.smifs@gmail.com এই ঠিকানায় কোম্পানিকে লিখে জানাতে পারেন বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট- মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন.মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা ৭০০০০১, টেলিফোন ০৩৩-২২৪৩৫০২৯/২২৪৮২২৪৮-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমেল : mdpldc@yahoo.com.

নেক্সোমি ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড'এর পক্ষে
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি তথা কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০৪.২০২৫

কাকদ্বীপ শাখা

"ললিত ভিলা" গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি : kakdwi@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, কাকদ্বীপ শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০২.২০২৫** তারিখে **শ্রীমতী পূর্ণিমা দাস বেরা আইনি উত্তরাধিকারী (স্বামী প্রয়াত অসিত বেরা বৈদ্যনগর, গণেশপুর, কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৭** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৪৩,৭৪৭.৬১ টাকা (সতের লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ সাতচল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২১ এপ্রিল ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা নিকট বকেয়া ১৭,৪৩,৭৪৭.৬১ টাকা (সতের লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ সাতচল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য পরবর্তী সুদ, মূল্য, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২.৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন , আরএস দাগ নং ২৬২৩, এলআর দাগ নং ৩৩৯৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৪০৮০,বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১২০৯০, মৌজা : গণেশপুর, জেএল নং ১১, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রতাপ আদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন (সম্পত্তি শ্রী অসিত বেরার নামে)।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : পঞ্চায়েত সড়ক; **দক্ষিণে :** সুকুমার প্রধান এর সম্পত্তি; **পূর্বে :** রামপ্রসাদ ভকত; **পশ্চিমে :** স্নেহেন্দু দাস।

তারিখ : ২১.০৪.২০২৫
স্থান : কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

মর্গে মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধে নাজাহাল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল জেলা হাসপাতাল চত্বরে থাকা মর্গে মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধে নাজাহাল এলাকাবাসী। স্বভাবতই সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন স্থানীয় বাসিন্দাদের। আসানসোলের এসবি গড়াই রোড সংলগ্ন আসানসোল এই মর্গে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য ৪২ টি ড্রয়ার করা হয়। এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৬টি মেশিন বসানো হয়। কিন্তু সম্প্রতি কালে এই মেশিনগুলির মধ্যে মর্গের বাইরে থাকা চারটে চুরি হয়ে যায়। এবং বারোটা মেশিন বিকল হয়ে পড়ে। ফলে মৃতদেহ পচনের কারণে আশেপাশে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে।

যদিও হাসপাতাল সূত্রের খবর পিডব্লিউডিকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। এবং স্বাস্থ্য ভবনে খবর পাঠানো হয়েছে। ইদানিং বারোটা খারাপ যন্ত্রের মধ্যে ছটা মেশিনকে সারানো হয়েছে বাকিগুলো খুব শীঘ্রই মেরামত হয়ে যাবে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় সাউ বলেন আগে দাবিহীন মৃতদেহকে দীর্ঘদিন ধরে স্তূপাকৃত আকারে ফেলে রাখা হতো। ফলে ওই মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধের জেরে এলাকাবাসীরা এক প্রকার দুর্বিষহ ভাবে জীবন যাপন করত। পরে সরকার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মর্গ করার ফলে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু পুনরায় তারা এই যন্ত্রণার শিকার।

ওই এলাকার বাসিন্দা বাপ্পা মজুমদার বলেন, চুরি হোক বা খারাপ হোক প্রশাসনের কাছে আবেদন স্থানীয় বাসিন্দাদের দিকে নজর দেখে সমস্যার দ্রুত সমাধান করা। স্থানীয় ব্যবসায়ী পিন্টু রায় বলেন অবিলম্বে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পরিবেশের দিকে নজর রেখে সমস্যার সমাধান করা উচিত। উল্লেখ্য বর্তমানে হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। অথচ মর্গের মেশিন চুরির ঘটনা কেন তাদের নজর এলো না তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সেন্ট্রাল বিশ্বজিৎ নস্কর বলেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

এআইডিএসওর পতাকা বাঁধা নিয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের গেটে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় এসইউসিআইয়ের ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। কর্মসূচির শুরুতেই কলেজের মূল গেটে ছাত্র সংগঠনের নাম লেখা ফেস্টুন টাঙানোর চেষ্টা করেন এআইডিএসও কর্মীরা। এইসময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে এআইডিএসও কর্মীদের বাধা দিলে দুই সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে। দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিও বেধে যায়। এইসময় এক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মী হকি স্টিক নিয়ে ডিএসও কর্মীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ। তবে শুধু তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মীরাই নয় কলেজের মূল গেটে ডিএসওর ফেস্টুন বাঁধতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধেও। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কলেজের পুরুষ নিরাপত্তারক্ষী এক মহিলা ডিএসও কর্মীর শরীরে হাতে দিয়ে তাঁকে কলেজের গেট থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। গোটা ঘটনায় হামলাকারী তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মী ও অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীর শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছেন এআইডিএসও কর্মীরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এই ঘটনায় তাঁদের যোগ অস্বীকার করেছে।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/140/2020
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী কালাচাঁদ দাস

প্রতি,
(সিডি ১) শ্রী কালাচাঁদ দাস, নব নগর, পশ্চিম পাড়া ২, থানা - নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, নেতাজি সরণি রোড, বিরাটি, কলকাতা - ৭০০০৫১।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/915/2016** অনুযায়ী পরিমাণ **৩০,৬৬,৩০৮.০০ টাকা (তিরিশ লাখ ছেষট্টি হাজার তিনশ আট টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৪০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৬.০৮.২০১৬** থেকে সমুদয় শুল্ক **৩৩,০০০ টাকা (তেত্রিশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২৬.০৮.২০২৫** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১৪.০৭.২০২২
স্বা/- বনশ্রী গুহ নিয়োগী
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

ষষ্ঠ সিন্ধু জয়, বাড়ি ফিরল বর্ধমানের সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম কোনো মহিলা হিসাবে ষষ্ঠ সিন্ধু জয় করার খেতাব অর্জন করে মঙ্গলবার রাতে আঠারো দিন পর বাড়ি ফেরে পূর্ব বর্ধমান জেলার,কালনার বারুইপাড়া এলাকার বাসিন্দা সাঁতারু সায়নী দাস। মাত্র তিন ঘন্টা একান্ন মিনিটে স্পেনের জিব্রাল্টার প্রণালী জয় করে সদ্য ষষ্ঠ সিন্ধু পার করার মুকুট মাথায় উঠেছে সায়নীর। এরপর তার পরবর্তী লক্ষ্য জাপানের সুগারু চ্যানেল জয়। তা হলেই সপ্তসিন্ধুর শাস্তি সিন্ধু জয় করার খেতাব অর্জন করবে সায়নী। এদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পরেই তাকে শুভেচ্ছা সংবর্ধনায় ভরিয়ে দেয় এলাকাবাসী এবং তার আত্মীয় পরিজনেরা। সায়নী জানিয়েছে, এত কম সময়ে এই চ্যানেল জয় করতে পারবে সেটা সে আগে ভাবেনি। তারা তিনজন সাঁতার কাটতে নামলেও দুজন এই চ্যানেল জয় করতে সক্ষম হয়। আপাতত কয়েকদিন রেস্টের পরই আবার সুগারও চ্যানেলের প্রস্তুতি শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন সায়নী। তার এই সাফল্যে গর্বিত তার দিদি ও জামাইবাবু। তারাও সংবর্ধিত করে সায়নী দাসকে। ১৮ দিন পর সায়নী বাড়ি ফেরায় খুশি এলাকার মানুষ সহ তার মা রুপালি

দাস। তিনি জানিয়েছেন, সায়নী কালনার গর্ব।তার ষষ্ঠ সিন্ধু জয় করার খবর শোনার পর থেকে তিনি আনন্দে আত্মহারা। সেদিন থেকেই মেয়ের অপেক্ষায় ছিলেন।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সুরক্ষিত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. চন্দন কান্তি চৌধুরী 2. পুলকিতা ঘোষ	সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশ বহন করে : **অনুসূচি-I** দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা মহেশতলা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1/নতুন হিসাবে নাম্বারযুক্ত, বাটা রোড, বাটানগর, কোলকাতা-700140 অধীনে মিরপুর মৌজায়, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42'তে কার পার্কিং জায়গার সঙ্গে একত্রে ''হাইল্যাণ্ড গ্রীণস'' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত প্রোজেক্টের 6 নং টাওয়ারের 7ম তলায় 712 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশের অ্যাপার্টমেন্ট নং 7এ1। **অনুসূচি-II** দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা মহেশতলা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1/নতুন হিসাবে নাম্বারযুক্ত, বাটা রোড, বাটানগর, কোলকাতা-700140 অধীনে মিরপুর মৌজায়, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42'তে কার পার্কিং জায়গার সঙ্গে একত্রে ''হাইল্যাণ্ড গ্রীণস'' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত প্রোজেক্টের 6 নং টাওয়ারের 7ম তলায় 712 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশের অ্যাপার্টমেন্ট নং 7এ2।	H172992 2072101 5540, H172992 0072101 2849	17ই ডিসেম্বর 2024	টাঃ **4,59,200/-**	12-02-2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 12/02/2024 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ2,11,78,173.50/-	টাঃ **45,92,000/-**	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	10-06-2025 বেলা 12টা 30 থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধানের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **09/06/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা 10/06/2025-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল 11/06/2025, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ **নাম - সঞ্জয় বিশ্বাস, এল অ্যান্ড টি ফিন্যান্স লিঃ, পিএস সৃজন, টেক পার্ক, 15তল, ব্লক-ডিএন-52, সেক্টর 5, সল্টলেক, কোলকাতা-700091 এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল অ্যান্ড টি ফিন্যান্স লিঃ - কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - 400 098. যোগাযোগের নং 022-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক, উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই, বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিস্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতদ্দ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 24.04.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে